নজরুলের কবিতায় চিত্রকল্প

সাইফুজ্জামান

কাজী নজরুর ইসলাম বিদ্রোহী কবির অভিধায় ভূষিত। বাংলা কিবতার পরিমণ্ডলে তাঁর আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। মুসলিম চেতনা জাগৃতিতে, স্বদেশ বন্দনায় তাঁর কণ্ঠ উচ্চকিত। রবীন্দ্র প্রভাব-প্রলয় ভেঙ্গে তিনি উদীত হয়েছিলেন সূর্য-তেজ প্রখরতায়। তার কবিতায় নানা নিরীক্ষা, রূপ কল্প ও সৌন্দর্য অন্বেষণ বিস্তৃত। নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত। এই কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় তাঁর স্বতন্ত্রণা চিহ্নিত। কোমল পেলবতা দ্রোহ ও প্রেমে। ছন্দ ও ভাষার নিখুঁত ব্যবহার তাকে সুধীমহলে বিশেষভাবে আদৃত করে। বিদ্রোহী কণ্ঠকে আমরা আবিষ্কার করি। অগ্নিবীণা, বিশের বাঁশি ভাঙার গান-এ নজরুল সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছেন। নজরুল স্বাধীন স্বদেশের বাণী ধারণ করে উচ্চারণ করেন “পোহাল পোহাল বিভাবরী পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরী।” নব যুগ নির্মাণ করলেন নজরুল শব্দ, বক্তব্য ও চিত্রকল্পে। ‘বল বীর চির উন্নত মমশীর’ তাঁর কবিতার মূলভূমি। বিদ্রোহী উচ্চারণ শুধুমাত্র আবেগতাড়িত নয়, জীবনের সমগ্রতাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে। কিব নজরুল‘চপল মেয়ের ভালোবাসা’ ‘কাকন চুড়ির কনকন’ ‘কুমারীর প্রথম পরশকে’ তার কবিতায় তুলে আনেন।

মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের কবিরা গতানুগতিক ধারায় কবিতা নির্মাণ করেছেন। তাদের রচনায় সাধারণ প্রথাগত রীতি অনুসরিত হয়েছে। চিত্রকল্প সম্পর্কে টিএস এলিয়ট উল্লেখ করেছেন, ‘চিত্রকল্প সৃষ্টির ব্যাপারে কিংবা রূপ কল্পনায় কবি অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা থেকে আংশিকভাবেই উপকৃত হন মাত্র; কারণ সংবেদনশীল কবি চিত্র রচনা ও রূপকল্পনায় তার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগান। জীবনব্যাপী কবি যা শোনেন, দেখেন অনুভব করেন তাই তার চেতনা ও সৃষ্টিতে নানারূপে ও রেখায় প্রতিভাত হয়। তার সে সবই তাকে চিত্ররচনা ও রূপকল্পনায় সহায়তা করে।”

চিত্রকল্প শুধুমাত্র শব্দচিত্র কিংবা ধ্বনি চিহ্ন নয়। আমাদের দেখা চারপাশের অসংখ্য ঘটনা ‘চিত্রকল্প’র অন্তর্গত উপাদান। বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ করে কবিতা নির্মাণে চিত্রকল্পের ব্যবহার যে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে তা আমরা কবি নজরুলের কবিতায় পাই। নজরুল সচেতন ছিলেন শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প ব্যবহারে। তাকে কয়েকটি মাত্র কবিতা থেকে ব্যবচ্ছেদ করা কঠিন। স্বল্প পরিসরে নজরুলের কবিতার খণ্ডিত ব্যবচ্ছেদ করা যেতে পারে।

কবির চারপাশের ঘটনা প্রবাহ থেকে তিনি সংগ্রহ করেন কবিতার বিষয়ব¯'। জবিনের চাওয়া-পাওয়া, মনোজগতের পরিবর্তন, চলমান ঘটনাপ্রবাহ, প্রতিক্রিয়া জাগরণ, উন্মোচন নজরুল নিপুণতায় বাণীবদ্ধ করেছেন। জীবনের ক্লেদাক্ততা থেকে স্বপ্নপুরুষ যাত্রা শুরু করেন। কল্পনার দরোজা, জাগতিক পৃথিবীর কপটতা তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে তবু নজরুল ভেঙ্গে পড়েন না, পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য তাঁর চোখের সামনে দুলে ওঠে। কবিতার অন্তর্গত জগৎ থেকে ভাব ও প্রকাশকে গ্রথিত করেন নজরুল। উপমা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে নজরুল যতœশীল, সফল। মানুষ বহু ব্যবহারে যে সব শব্দকে আপন করে নিয়েছে সে শব্দসমূহ নজরুলের কবিতায় নতুন অর্থের ব্যঞ্জনা নিয়ে ধরা দেয়। চিত্রকল্পের সঠিক ব্যবহার কবিতার বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে নজরুল সার্থকভাবে প্রয়োগ কুশলাতায় গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করেন। কবিতাকে বক্তব্যের নান্দনীকতায় পাঠকপ্রিয়তা করার পাশাপাশি চিত্রকল্প ব্যবহারে ঐতিহ্য, ইতিহাস, সমাজ ও পরিপার্শ্বের অন্তরঙ্গতায় স্পর্শ করেছেন নজরুল। উপমা উৎপ্রেক্ষা থেকে চিত্রকল্পকে বের করে আনার চেষ্টা নজরুল প্রতিনিয়ত করেছেন। উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত সাদৃশ্যের সাথে সাদৃশ্যের। চিত্রকল্প বিপরীতের সাথে বিপরীতের মিশ্রণ হয়েও উঠতে পারে।

কবির অনুভূতি আনন্দ-বেদনা-বিষণœতাকে ছুঁয়ে স্পর্শ করে চিত্রকল্পে। নিজস্বতা, বোধ ও একান্ত বিষয়কে গভীর মমতায় বিবৃত করা সার্থক কবির কাজ। নজরুল খুব অনায়াসে ব্যঞ্জনা মন্ডিত করেছেন কবিতার বহির্জগৎ, অন্তর্চেতনা। কবি কল্পনা রূপকল্প আশ্রয়ী। প্রকৃতির দৃশ্যপট ও বন্দনা রূপক আশ্রয়ী। আবেগের অকারণ উল্লাস থেকে বেড়িয়ে এসেছেন কবি।

কবিতার বিষয় থেকে উঠে এসেছে নির্মাণ কুশলতা। তাঁর কিশোর বয়সের এই রচনাতে তাঁর মনোজগতের পরিবর্তন ধরা দিয়েছে। শব্দের সাথে শব্দের সমিল যাত্রা ও অধিকার নজরুল সার্থকভাবেই করেছেন।

শব্দচিত্র নির্মাণ ও উপমা ব্যবহারে নজরুল দক্ষ কারিগর। হাওয়াকে পথিকের গতির সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন নজরুল। নজরুল উচ্চারণ করেনঃ সুদূর হাওয়া পথিক হাওয়া/ ঐ যে পথে যেতে চুপে চুপে/ চমকে কেন থমকে যেত/ শ্বাস ফেলত তাকে দেখে দেখে/ যাবার বেলায় বনের বুকে তার কামনার/ কাপন যেত রেখে [অভিমানী] এ উচ্চারণ পাঠককে কল্পনা জগতের দিগন্ত খুলে দেয়।

সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েন নজরুল শুদ্ধ কবিতা নির্মাণে ব্রতী করেছে। বিষয় বৈচিত্র্য উপস্থাপন লক্ষ্যণীয়ঃ

ঐ যে মহাকাল-সারথী

রক্ত-ত্বরিৎ চাবুক হানে

রনিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন

বজ্র গানে ঝড়-তুফানে

খুরের দাপট তারায় লেগে

উল্কা ছুটায় নীল খিলানে!

গগন তলের নীল খিলানে

[প্রলয়োল্লাস]

বৃহত্তর মানব গোষ্ঠী যাপিত জীবন ও সমকাল নজরুল তাঁর কবিতার অন্তর্গত উপাদান করেছেন। বর্ণনার মাধুর্যতা, উপমার ব্যবহার এমন সার্থক করে তোলা নজরুলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছে।

নজরুলের কবিতার সারল্য, ইন্দ্রিয় সংবেদনশীলতা লক্ষ্যণীয়। নজরুল আধুনিক কবি। রোমান্টিক কবি ও যে দার্শনিক তত্ত্ব ধারণা করেন তাঁর কবিতায় এ ম্যাসেজটি পুরোপুরি উপস্থিত। নজরুলের আমি তে দশজনের উপস্থিতি স্পষ্ট। অভিমান, ক্রোধ ও ভালোবাসা এক সাথে ধারণ করা একজন সার্থক কবির পক্ষে সম্ভব তা নজরুল প্রমাণ করেছেন। তার প্রেমিক কবিসত্তা বিদ্রোহী সত্তা সংমিশ্রিত। শিল্পীর দ্রোহ কণ্ঠ নাটকীয়, পরিশীলিত। নজরুলের সামনে ছিলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। নজরুল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের পাশে সামন্তবাদ, গ্রামীণ জীবন ও নগরের কোলাহল তাকে উচ্চ কণ্ঠ করে। ভূতের আখড়া ভেঙ্গে দেবার জন্য তাঁর প্র¯তি ছিলঃ

কৈ রে কৈ স্বেরাচারী বৈরী এ বাঙলার?

দৈন্য দেখেছো ক্ষুদ্রের, দেখনি ক’ প্রবলের মার।

[আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবন]

আবার

আনন্দধাম বাঙলায় কেন ভূতপ্রেত এসে নাচে

দেশী পরদেশী ভূতেরা ভেবেছে বাঙালী মরিয়া আছে

এ ভূত তাড়াব, পাষাণ নাড়াব, চেতনা জাগাব সেথা,

ভয়ের বক্ষে কাঁদিবে আবার এক জননীর ব্যথা

চিন্তা জগতের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন নজরুল তাঁর কবিতায় তুলে আনেন। নিসর্গ বন্দনা ও প্রকৃতি প্রেমে চিত্রকল্প যথাযথ ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের অব্যক্ত ভাবনাকেও নজরুল বাণীবদ্ধ করেছে। দেশ, মহাকাল আর ভূগোল নিয়ে আবর্তিত নজরুলের কবিতার ভূভাগ। জন্মভূমির পরিচয় দিতে গিয়ে নজরুল উচ্চারণ করেনঃ জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায় ঠেকায় মাথা/স্বর্গদপি গরিয়সী স্বদেশঃ/'

নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন। তাঁর কবিতার প্রতীকীব্যঞ্জনা, চিত্রকল্প ও বক্তব্যের নতুনত্ব পাঠককে আলোড়িত করে। নজরুলের কবিতায় জীবন অন্বেষা, আশাবাদ আর বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম গ্রোথিত। তিনি সময়কে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেছেন। সময় তাঁর কাছে চলিষ্ণু।